যুগান্তর

তারিখ ... OCT 21 2006 ...
পৃষ্ঠা ২০ কলাম ৪

১৭

# বঙ্গবন্ধু মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয় ৫ বছরে দলীয় পুনর্বাসন কেন্দ্রে পরিণত

বিদায়ের পালা

৭ দিন

মনিরুজ্জামান উজ্জ্বল

বর্তমান জোট সরকারের শাসনামলে ৫ বছরে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয় স্বকীয়তা হারিয়ে 'দলীয় পুর্নবাসন কেন্দ্রে' পরিণত হয়েছে বলে অভিযোগ উঠেছে। এক সময় উচ্চশিক্ষার জন্য সুপরিচিত এ প্রতিষ্ঠানটি বর্তমান সরকারের আমলে দুর্নীতিগ্রস্ত প্রতিষ্ঠানের মধ্যে অন্যতম হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে। যেখানে শিক্ষক, ডাক্তার ও কর্মকর্তা-কর্মচারী নিয়োগে দলীয়করণ ও স্বজনপ্রীতির কারণে অহরহ নিয়ম লঙ্ঘিত হয়েছে। ডাক্তার, নার্স, কর্মকর্তা ও কর্মচারী নিয়োগে নিয়োগবিধি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা বিবেচনা না করে লোকদেখানো নির্বাচনী বোর্ডে জুনিয়র ও কম যোগ্যতাসম্পন্নদের নিয়োগ দেয়া হয়েছে। দলীয় লোকজনকে চাকরি দিতে নিয়োগ বিজ্ঞপ্তিতে উল্লিখিত পদের চেয়ে অনেক বেশিসংখ্যক

দলীয় : পৃষ্ঠা ১৪ : কলাম ৭

## দলীয় : পুনর্বাসন কেন্দ্রে

(শেষ পৃষ্ঠার পর)

নিয়োগ দেয়ার ঘটনাও ঘটেছে। মঞ্জুরি কমিশন ও সিন্ডিকেটকে তোয়াক্কা না করে বিজ্ঞপ্তি ছাড়াই কোন কোন বিভাগে শিক্ষক নিয়োগ দেয়া হয়েছে।

এখানে এ পর্যন্ত ৬শ'রও বেশি ডাক্তারসহ ২ হাজার কর্মকর্তা-কর্মচারী নিয়োগ দেয়া হয়েছে। অধ্যাপক পদে আবেদন না করেই অধ্যাপক, বিভিন্ন ফ্যাকাল্টিতে ন্যূনতম কাজের অভিজ্ঞতা না থেকেও নিয়োগ পাওয়ার মতো নজিরবিহীন দুর্নীতি ঘটেছে। বর্তমানে হাসপাতালটিতে ডাক্তারের ছড়াছড়ি। কোন কোন বিভাগে রোগীর চেয়ে ডাক্তারের সংখ্যা বেশি। কিন্তু বাস্তবতা হল, দুপুরের পর থেকে ওয়ার্ডগুলোতে অধ্যাপক, সহযোগী অধ্যাপক, সহকারী অধ্যাপক এমনকি এমবিবিএস ডাক্তারও খুঁজে পাওয়া যায় না। বড় ডাক্তাররা ১২টা না বাজতেই বাড়ি চলে যান। রাজনৈতিক পরিচয়ে নিয়োগপ্রাপ্ত জুনিয়র ডাক্তাররা ওয়ার্ডে ডিউটি ফেলে নিজ নিজ কক্ষে জমজমাট আড্ডায় বসে যান। বর্তমান সরকার ক্ষমতায় আসার পর থেকেই লোক নিয়োগের হিড়িক পড়ে। প্রথমেই কোন বিজ্ঞপ্তি ও ইন্টারভিউ ছাড়া ৬৫ জন ডাক্তার নিয়োগ দেয়া হয়। ২০০৩ সালের জুলাই মাসে একসঙ্গে ৩২২ জন ডাক্তার নিয়োগ দেয়া হয়। এর মধ্যে ১শ' জনকে দু'বছরের চুক্তিভিত্তিক নি[illegible] দেয়া হয়। অন্যরা স্থায়ী নিয়োগ পান। [illegible]প্রাপ্তদেরও অনেকেই বিভিন্ন কলেজে [illegible] স্নাতকোত্তর কোর্সে অধ্যয়নরত। এ [illegible] ভিসি, প্রোভিসি ও রেজিস্ট্রারের আত্মীয়স্বজন নিয়োগ পান। এর মধ্যে ভিসি প্রফেসর ডা. এমএ হাদীর ছেলে ডা. হাসান হাদী সহযোগী অধ্যাপক (সার্জারি) পদে এবং অপর ছেলে হোসেন হাদী ইএনটিতে সহযোগী অধ্যাপক পদে নিয়োগ পান। সেকশন অফিসার হিসেবে নিয়োগ পান স্বাস্থ্যমন্ত্রীর শ্যালকের স্ত্রী উম্মে কুলসুম সুমী। ভিসির ভাইঝি জামাই লুৎফর রহমান প্রোভিসি তাহিরের পিএস হিসেবে নিয়োগ পান। প্রধান প্রশাসনিক কর্মকর্তা হিসেবে নিয়োগ পান ভিসির ভাইয়ের ছেলে এহসান, সেকশন অফিসার হিসেবে নিয়োগ পাওয়া মখলেসও ভিসির আত্মীয়। প্রশাসনিক কর্মকর্তা মর্জিনা বেগম ভিসির শ্যালকের স্ত্রী। এছাড়া প্রোভিসি মোঃ তাহিরের দুই ছেলের একজন মামুনুর রশীদ সেকশন অফিসার ও আরেকজন হারুনুর রশিদ মেডিকেল অফিসার এবং মেয়ে জামাই ডা. ইকবাল সহকারী অধ্যাপক (কার্ডিওলজি) পদে নিয়োগ পান। অপর প্রোভিসি অধ্যাপক মাহমুদ মিয়ার বোনের মেয়ে শিশু বিভাগে কম্পিউটার অপারেটর ও রেজিস্ট্রার এমএ গফুরের ছেলে হাফিজুর রহমান সেকশন অফিসার হিসেবে নিয়োগ পান।

সরকারি প্রতিষ্ঠানের মতো এখানেও চাকরির বয়সসীমা ছিল ৫৭ বছর। প্রথমে ৩ বছর বাড়িয়ে তা ৬০ বছর করা হয়। পরে আবার তা করা হয় ৬৫ বছর। তবে এ নিয়ম সবার জন্য প্রযোজ্য নয়। যাদের ব্যাপারে কমিটি সুপারিশ করবে এবং সেই সঙ্গে ভিসি অনুমোদন করবেন তারাই ৬৫ বছর পর্যন্ত চাকরিতে থাকতে পারবেন। ৫ সদস্যের এ কমিটির চেয়ারম্যান হলেন জ্যেষ্ঠতম প্রোভিসি। অপর সদস্যরা হলেন ভিসির মনোনীত বিভিন্ন পদের কর্মকর্তা। ২০০৫ সালে একই সঙ্গে ৯ জন শিক্ষকের ৬০ বছর পূর্ণ হয়। তারা হলেন অধ্যাপক আতাই রাব্বি, অধ্যাপক আশরাফ হোসেন, অধ্যাপক এমএ ওয়াহাব, অধ্যাপক নজরুল ইসলাম, অধ্যাপক আনোয়ারুল আলম, অধ্যাপক রশিদ-ই-মাহবুব, অধ্যাপক মাহবুবুর রহমান, সহযোগী অধ্যাপক এসএন আদিত্য ও নুরুল ইসলাম।

তাদের মধ্যে প্রথম ৪ জনের চাকরিসীমা ৬৫ বছরে উন্নীত করা হয়, অপর ৫ জনকে বিদায় নিতে হয়। এ নিয়ম অবশ্য সিন্ডিকেটের সভায় পাস হয়। নিয়ম করার পেছনে উল্লেখ করা হয়, বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষা ও চিকিৎসার বৃহত্তর স্বার্থে বয়সসীমা বৃদ্ধি করা হল। অথচ ৫ জন বিদায় নেয়া শিক্ষকের মধ্যে এমন শিক্ষকও রয়েছেন যার কোন বিকল্প চিকিৎসক এই বিশ্ববিদ্যালয়েই নয়, দেশের অন্য কোন মেডিকেল কলেজেও নেই। তিনি হলেন ডেন্টাল বিভাগের সাবেক ডিন ও বিভাগীয় প্রধান প্রফেসর আনোয়ারুল আলম। যিনি ছিলেন প্রস্থডনটিক্স কোর্সের একমাত্র শিক্ষক।

গত ৫ বছরে শিক্ষক নিয়োগে ব্যাপক অনিয়ম হয়েছে। বিশেষ পরিস্থিতিতে বিশ্ববিদ্যালয় অধ্যাদেশ অনুযায়ী এডহক ভিত্তিতে নিয়োগ দেয়ার এখতিয়ার উপাচার্যের রয়েছে। কিন্তু দুঃখজনক হলেও সত্য, গত পাঁচ বছর শুধু দলীয় স্বার্থে ক্ষমতার অপপ্রয়োগ করা হয়েছে। সঠিক পদ্ধতিতে ইন্টারভিউ ছাড়াই ৬ শতাধিক ডাক্তারকে এডহক ভিত্তিতে নিয়োগ দেয়া হয়েছে। নিয়োগপ্রাপ্তদের অধিকাংশই বিএনপি সমর্থিত ডাক্তারদের সংগঠন ডক্টরস এসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ (ড্যাব) সদস্য। মেডিসিন, অর্থোপেডিক্স, কার্ডিওলজি, ডেন্টাল সার্জারি, ব্লাড ট্রান্সফিউশন, অপথালমোলজি, সার্জারি, এনেসথেশিয়া ও ভাইরোলজি বিভাগে তাদের নিয়োগ দেয়া হয়। এগুলোর মধ্যে বেশক'টি বিভাগ— পেডিয়াট্রিক সার্জারি, মেডিসিন, এনেসথেশিয়া, অর্থোপেডিক্স ও ডারমাটোলজি বিভাগে প্রতি ইউনিটে ১০/১৫টি বেড থাকলেও ডাক্তারের সংখ্যা তার চেয়ে বেশি।

এই নিয়োগের তালিকায় শুধু শিক্ষক বা ডাক্তারই নন, বিভিন্ন বিভাগে বিপুলসংখ্যক কর্মকর্তা ও কর্মচারী নিয়োগ দেয়া হয়েছে, ন্যূনতম যোগ্যতা না থাকলেও শুধু সরকারি দলের আস্থাভাজন— এ পরিচয়ে চাকরি পেয়েছেন অনেকে।